যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

শিক্ষার্থীদের ফল পরিবর্তনের অভিযোগ

নাজিরপুরে সমাপনী পরীক্ষা

নাজিরপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরের নাজিরপুরে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার (পিইসি) ফলাফলে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ রয়েছে, মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর ফলাফলে রদবদল সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া এক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার ভাইপোকে সহযোগিতা করতে কেন্দ্রে ওই শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনসহ তার নিয়ন্ত্রণের এক শিক্ষককে দিয়ে কক্ষে দায়িত্ব পালন করানো হয়েছে। এসব অনিয়মের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় নাজিরপুরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ফলাফল তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষাকর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, সবুজ কান্তি ও শিকদার মো. জারজিজ হোসেন। অভিযোগ রয়েছে, এ ফলাফল তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকা এ ৩ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ৫২ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছ থেকে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ২৫ হাজার টাকা করে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অভিভাবকের কাছ থেকে প্রায় ১৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার বিনিময়ে তাদেরকে জিপিএ-৫ পাইয়ে দেয়াসহ শতাধিক শিক্ষার্থীকে তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল থেকে বঞ্চিত করেছেন। এ অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা কৃষ্ণপদ সরকারের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, বিষয়টি মৌখিকভাবে শুনতেছি কিন্তু কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের প্রধান অফিস সহকারী আবুল কালাম জানান, কাঙ্ক্ষিত ফল থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৮ জন শিক্ষার্থী তাদের ফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে যার সংখ্যা গত কয়েক বছরের তুলনায় ৩ গুণেরও বেশি। এ ছাড়া উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হিরামন বৈরাগী তার বড় ভাই অতুল নগর গ্রামের গোলব বৈরাগীর ছেলে অর্পণ বৈরাগীকে সহযোগিতা করতে উপজেলার মাটিভাংগা ইউনিয়নের বরইবুনিয়া কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী থাকলেও নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজসে ওই হিরামন বৈরাগী সেখানের কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। আর এ সময় তিনি তার ভাইপোর কক্ষে মো. সাফায়েত হোসেন নামের তার এক বন্ধুকে দিয়ে কর্তব্য পালন করান। ভাইপো অর্পণ বৈরাগী মাটিভাংগা ইউনিয়নের ৩নং কদমবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার নাগ যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন। তবে অভিযুক্ত হিরামন বৈরাগী অর্পণ তার ভাইপো না, এমন কি তাকে চেনে না, বলে দাবি করেন। দীর্ঘ ২০ দিনেরও বেশি সময় তদন্ত করে যুগান্তর প্রতিনিধির অনুসন্ধানে জানা গেছে, ফলাফল তৈরির সময় কাগজে যে ফলাফল তৈরি করা হয়েছে তার সঙ্গে সিডি কপির সঙ্গে একাধিক শিক্ষার্থীর ফলাফলেই অমিল রয়েছে বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জানান। অভিযোগের বিষয়ে জানতে ফলাফল তৈরির কাজে নিয়োজিত মো. জারজিজ হোসেন শিকদার নামের এক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, অনিয়মের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না তবে শুনেছেন মাত্র। অন্য দুই সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাও একই কথা জানান। তবে অন্য দুই কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তারা এ বিষয়ে নিজেদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মো. তবিবুর রহমান জানান, তার কাছে একটি অভিযোগ আছে। তা তদন্ত চলছে। প্রমাণ মিললে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া হবে। মঙ্গলবারসহ কয়েক দফা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ অভিযুক্ত ওই ৩ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা গোপন আলোচনায় বসছিলেন বলেও ওই অফিসের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া অন্য একটি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার এ ত্রুটিপূর্ণ ফল সংশোধন করা হয়েছে। নাজিরপুরের একাধিক প্রাথমিক শিক্ষক জানান, গত কয়েক বছর ধরে ফলাফলে এমন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কেউই এর প্রতিবাদ করছে না কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।